সব বাধা পেরিয়ে এইচসিতে সফল তিনজন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক

৩০ নভেম্বর,
২০২৩ ০৯:৪৮

শেয়ার

অ +

অ -

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার নূরনগর গ্রামের উম্মে তাবাসসুম দিবা ও উম্মে তামিমা রাত্রি যমজ দুই বোন। পড়ালেখায় তাঁরা একসঙ্গে, ফলেও তা-ই। দুই বোনই এবার এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এসএসসি পরীক্ষায়ও তাঁরা গোল্ডেন জিপি এ পেয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই পরিবারে আর্থিক অনটন দেখে বড় হয়েছেন দিবা ও রাত্রি। নিকটাত্মীয়ের আর্থিক সহায়তায় তাঁদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হয়েছে। বাবা তাজুল ইসলাম স্থানীয় একটি পরিবহন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর আয়ে সংসার চলত কোনো রকমে।

মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ ছিল বাড়তি বোঝার মতো। এ কারণে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে পাশে থেকেছেন নানা, ভাই ও অন্য নিকটাত্মীয়রা।

এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে দিবা ও রাত্রির বাবা মারা যান। এমনিতেই আর্থিক অনটনে দিশাহারা তাঁরা, তার ওপর বাবার হঠাৎ মৃত্যু এলোমেলো করে দেয় দুই বোনের সব কিছু।

বাবার মৃত্যুর পর মা সামিমা নার্গিস ও নিকটাত্মীয়রা সাহস দিয়েছেন। বলেছেন, পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। বড় হতে হবে। দুই চোখ মুছে বই নিয়ে বসতে হয়েছে বোনদের। তাঁদের প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি।

দিবা ও রাত্রি দুজনেরই ইচ্ছা প্রকৌশলবিদ্যা নিয়ে পড়া। তবে পছন্দের এ বিষয়ে লেখাপড়ার খরচ কোথা থেকে আসবে তা জানেন না তাঁরা। এর পরও আশায় বুক বেঁধে আছেন।

দিবা ও রাত্রি জানান, লেখাপড়ার জন্য সব সময় অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বাবা ও মায়ের কাছ থেকে। উৎসাহ ও সাহস দিয়ে পাশে থেকেছেন ফুফাতো বোন শেফালী খাতুন ঈশানিও। পড়াশোনা এগিয়ে নিতে সহৃদয় সামর্থ্যবানদের দোয়া ও সহায়তা চেয়েছেন দিবা ও রাত্রি।

তনুর স্বপ্ন বাস্তব হবে কি?

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছেন পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রী তনুশ্রী রায় তনু। এর আগে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায়ও জিপিএ ৫ পান তিনি। এখন দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া কত দূর এগিয়ে নিতে পারবেন, তা নিয়ে চিন্তিত তনু। স্বপ্ন ছিল ডাক্তারি পড়ার। কিন্তু সামনে কেবলই অনিশ্চয়তার আবছায়া।

তনুর বাবা তপন রায় ঢাকার একটি পরিবহন কম্পানির টিকিট মাস্টার ছিলেন। আট বছর আগে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তনুর মা দুলালী রায় কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে কোনোমতে সংসার চালান। তনুর বাবার বাড়ি পাবনার শালগাড়িয়ায়। কিন্তু অভাবের কারণে নাটোরের গুরুদাসপুরের চাঁচকৈড় খলিফাপাড়া মহল্লায় নানা কাঠমিস্ত্রি কানাইলাল সূত্রধরের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। তনুর নানা কোনোমতে থাকা-খাওয়ার জোগান দিলেও পড়াশোনার ব্যয় মেটাতে পারেননি। তনু টিউশনি করে নিজের খরচ জোগাতেন। মামা বিপুল সূত্রধরও কিছু আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতেন।

ম্লান মুখে তনু বললেন, ডাক্তার হতে চাইলেও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে হয়তো তাঁর মেডিক্যাল কলেজে পড়াই হবে না। মা দুলালী রায় বললেন, মেয়ে মেধাবী বলে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে হয়তো তাঁর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বাস্তব হতো একদিন।

[তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন চুয়াডাঙা প্রতিনিধি ও গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি]